তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনা

ডঃ ক্ষী-রাদ চন্দ্র মাহা-তা[৬]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক -থ-ক শুরু ক-র চতুর্থ দশ-কর সূচনা-পর্ব পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কথাসাহি-ত্যর কাল-পর্ব-ক শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহি-ত্যর যুগ হিসা-ব অভিহীত করা হয় । এই কাল-প-র্বর বাংলা কথাসাহিত্য প্রধানত তিনটি সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার লেখক--গাষ্ঠী-দর দ্বারা আবর্তিত হত । 'সবুজপত্র' পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠী ,'ভারতী' পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠী ও 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক--গাষ্ঠী -এই তিন -গাষ্ঠীর -লখ-করা যুগ ও সামা-জর দি-ক তাকি-য় নিজ নিজ সাহিত্যসৃষ্টি-ত আত্ম-নি-য়াগ কর-লন । তাঁরা মানু-ষর চিরন্তন সমস্যা-ক যু-গর -প্রক্ষাপ-ট বিচার কর-ত চাই-লন । ফলতঃ প্রথম বিশ্বযু-দ্ধর অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যা-য়র সামাজিক অবক্ষয় , নীতিহীনতা , অর্থনৈতিক দূরবস্থা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের নিরিখে এই সব বিভিন্ন পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ নিজেদের সাহিত্যকর্মে মানবজীবন- কে বহুবিচিত্র ভাবে পরিবেশন করে-ছন ।

বাংলা কথাসাহিত্যের এই প্রবহমান ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১)আবির্ভাব বি-শষ ভা-ব তাৎপর্যপূর্ণ । পূর্বসুরীগ-ণর ঐতিহ্য অনুসরণ ক-রই বাংলা কথাসাহি-ত্য তাঁর আবির্ভাব ঘট-লও নিজ প্রতিভা গুণে তিনি কালজয়ী ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন । সমালোচকের ভাষায় 'মানব জীব-নর সুক্ষ্ম অথচ গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার এবং সেই সঙ্গে সমাজ সমস্যার এত আশ্চর্য প্রতিফলন ও তার ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের যুগোত্তীর্ণ প্রতিভার পরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে '।১

ফলতঃ সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের পল্লী-প্রকৃতি , মানুষ-জন , সমাজ-সংস্কৃতি তাঁর সাহি-ত্যর বিষয় হ-য় উ-ঠ-ছ । সমকালীন 'ক-ল্লাল'-চেতনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে এই পল্লীজীবনাশ্রয়ী আঞ্চলিকতায় মন্ডিত বাস্তবতাকে অবলম্বন করেই বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় আবির্ভূত হয়েছিলেন । আর 'আঞ্চলিক সাহিত্যে পটভূমি কেবল সাহিত্যের বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যসাধন বা শোভাবর্ধনের জন্যই ব্যবহৃত হয় না , সেই অঞ্চলের অন্তর্নিহিত চারিত্রধর্মের প্রভাব সেখানকার বহিঃপ্রকৃতি , সমাজ , সংস্কৃতি , ধর্ম , লোকাচার ইত্যাদির প্রভাব নরনারীর চরিত্র ও জীবনচর্যার মধ্যদিয়ে কী নিগূঢ় ভাবে সক্রিয় ও সজীব হয়ে উঠে , তারই সঙ্গত সামগ্রিক আবেদন বস্তুত শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক সাহিত্যের ফলশ্রুতি ।'২ তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনা এই আঞ্চলিক সাহি-ত্যরই -য ফলশ্রুতি -স বিষ-য় -কান স-ন্দহ -নই । অবশ্য , সমকা-লর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়া এবং কারারুদ্ধ হওয়ার মধ্যদিয়েও তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক-রছি-লন , সারা জীব-নর সাহিত্য সাধনায় তারই প্রকাশ লক্ষ করা যায় ।

সাহিত্য সাধনায় 'কল্লোল'গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত না হয়েও , তারাশঙ্করের কথা সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ এই 'কল্লোল'থেকেই । তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় । প-র 'হারা-না সুর' গল্পটিও ১৩৩৫-র বৈশাখ সংখ্যায় এখান থেকেই বেরোয় । তারাশঙ্কর নি-জই এ কথা 'আমার সাহিত্য জীবন'-র ১ম খ-ন্ড এ কথা স্বীকার ক-র ব-ল-ছন -'এই ১৩৩৫ সা-লর বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব ।' তাসত্ত্বেও সমালোচকের ভাষায়,'ক-ল্লাল--গাষ্ঠীর তরুণ -লখক-দর অবক্ষয়ধর্মী দ্বিধাগ্রস্ত জীবন-চেতনার পটভূমিতে তারাশঙ্কর নিয়ে

---

[6] অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ,বাংলা বিভাগ, কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় ,পুরুলিয়া ,পশ্চিমবঙ্গ ,৭২৩১৩২, email : mahatokshirodchandra@yahoo.com

এ-লন এক সুস্থ সবল ও ঋজু জীবন-বাধ , জীব-নর রস ও রহ-স্যর এক আদিম প্রাণবন্ত -চতনা ।***কখনও ক্ষয়িষ্ণু সামন্তজীবনের করুণ অতীতচারণায় , কখনও বা লোকজীবনের রোমান্টিক রূপচিত্রে সহজিয়া বৈষ্ণব , -ব-দ-সাপু-ড় ,-ডাম- বাউড়ীর জীবনকথায় । আবার কখনও বা দারিদ্র্যপীড়িত কৃষ-কর করুণ জীবনচিত্রে অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে নিরুপায় কৃষক কর্তৃক শ্রমিক-বৃত্তি গ্রহণের অসহায়তার বর্ণনায় কিংবা আদর্শদীপ্ত অহিংস জাতীয়তাবা-দ তাঁর ব্যাপক ও গভীর সুস্থ জীবনাগ্রহ মূর্ত হ-য় উ-ঠ-ছ ।'৩

তারাশঙ্কর 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' সার্থক কথাকার হলেও ,তিনি সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনায় স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন । তাঁর এই চিন্তা-ভাবনাগুলি বিভিন্ন প্রবন্ধে ,চিঠিপত্রে ,বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে । 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' গ্রন্থেও তাঁর সাহিত্য ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় । গ্রন্থটি আসলে ,বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রনে তাঁর 'নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি'বক্তৃতামালা । ১৯৭১ খ্রী ১৪ই ,১৫ই ,১৬ই ও ১৮ই -ফব্রুয়ারি তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে চারটি বক্তৃতা করেছিলেন । এই বক্তৃতায় একদিকে যেমন মহাকবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশ পেয়েছে ,অন্যদিকে তেমনি সাহিত্য সংক্রান্ত মৌলিক চিন্তাসূত্র গুলিকেও লিপিবদ্ধ করেছেন । বক্তৃতার 'ভূমিকা' অংশে তিনি বলেছেন ,'শিল্পসৃষ্টির জন্য আসল প্রয়োজন অভিজ্ঞতা ,যার উপাদান হল মৌল জীবন-বাধ । এই -মৌল জীবন-বাধ থেকে যিনি বিছিন্ন ,এ বোধ যাঁর আয়ত্ত নয় ,তিনি শিল্পের ছাপ দিয়ে নিজের কালে নিজের সৃষ্টির বিনিময়ে অজস্র বাহবা ও শিরোপা পেতে পারেন ,কিন্তু তা পরবর্তী কালের কুঞ্চিত-ভ্রূ বিচা-রর -ধা-প টিক-ব না ।৪ এরই সঙ্গে তিনি এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ,শিল্পীর মানসিকতাও শি-ল্পর প-ক্ষ একান্ত জরুরী । -কন না 'শিল্পীর এই রুচি ও প্রবণতাই তার সীমা ও গন্ডি নির্দিষ্ট ক-র -দয় ।' প্র-ত্যক শিল্পী তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও প্রবণতা তথা 'তার নিজস্ব দৃষ্টি ,তার থেকে সঞ্জাত দর্শন ,যা জীবনবোধের নির্যাস'তার দ্বারা পরিচালিত হন। অর্থাৎ সাহিত্য ও শি-ল্পর পাশাপাশি সাহিত্যিক ও শিল্পী-দর মানসিকতার উপরও তিনি -জার দি-য়ছি-লন । শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ছাপ নিজেদেরই সৃজনকর্মে প্রতিফলিত করেন । 'তাঁদের মনে এবং সৃষ্টিতে মর্ত্যলোকের মৃত্তিকা ও আকাশের নীলিমা এক অদৃশ্য স্বর্ণসূত্রে গাঁথা হ-য় যায় ।''এরই ফ-ল , শি-ল্পর -য পরিধি পৃথিবীর ধূলিজাল -থ-ক ঊর্ধ্ব-লা-ক -জ্যাতিষ্ক-লাক পর্যন্ত প্রসারিত -সখা-ন -সই বিশাল রা-জ্য -কান শিল্পী শুধু ধু-লার মু-ঠা নি-য় -খলা ক-র-ছন ,-কউ বা -সই ধুলোর উপরে বসে ধুলোর মুঠোর সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে মূর্তি গড়েছেন ,কেউ বা ঘাসে মাঠে শিশুর মত ছু-ট -বড়ি-য়-ছন ,-কউ বা দূ-র দাঁড়ি-য় জীবনের শোভাযাত্রা দেখেছেন ,কেউ বা সেই শোভাযাত্রায় যাত্রীদলের একজন হয়েছেন ,কেউ বা অন্ধকার অরণ্যভূমির অন্ধকার গায়ে কম্বলের মত জড়িয়ে নিয়ে অরণ্যভূমির শরিক হ-য় -সখানকার ভয়াল জীবন-ক -দ-খ-ছন ,-কউ বা মাটি-ত ধু-লায় দাঁড়ি-য় আকা-শর উদাসীন -মঘ-ক উদাসী-নর মতই -দ-খ-ছন , -কউ বা আকাশ-লা-কর অনন্ত -জ্যাতিষ্কমন্ডলীর দি-ক তাকি-য় সশ্রদ্ধ প্রণাম নি-বদন ক-র-ছন । এঁরা সবাই শিল্পী ,সার্থক শিল্পী । এক-একজ-নর সৃষ্টি-ত এক-এক আস্বাদ । নি-জর নি-জর সৃষ্টি-লা-ক তারা সক-লই মহামান্য সম্রাট ।'৫ শিল্পী বা সাহিত্যি-কর এই সাধনায় তাঁ-ক মহিমান্বিত ক-র তুল-ত পা-র । অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষতা বা বাস্তবতাই হল শিল্প-সাহি-ত্যর প-ক্ষ কাম্য -এই মত -পাষণ কর-তন । -স জন্য তিনি শিল্পী ও সাহিত্যিক-দর তিনটি -শ্রণি-ত বিভাজন ক-র-ছন । এক , একদল শিল্পী-সাহিত্যিক আছেন 'মন তাঁদের আকাশের তারার সঙ্গে ,আকাশের সঙ্গে বাঁধা রইল ।***মর্ত্য-লা-কর দৈনন্দিন মানবজীব-নর সুখ-দুঃ-খর সব আস্বাদ তাঁ-দর হারি-য় -গল ।' মাটি সংলগ্ন মানবজীব-নর মর্মকথা উ-পক্ষিত হওয়ায় 'তাঁ-দর গা-ন তাই মর্ত্য-লা-কর দুঃখ--বদনার উষ্ণ স্পর্শ নাই ,-ক্লশজ-য়র মহিমার স্বাদ নাই । তাঁ-দর সংগীত মানব-সুখ-দুঃখ- বিরহিত আর এক আন-ন্দর শীতলতায় শীতল ।'ফ-ল তাঁর সিদ্ধান্ত হল ,'তাঁরা আমা-দর প্রণম্য । তাঁরা সাধক ,তাঁরা পরম সত্যসন্ধানী । তবু বলি ,তাঁরা শিল্প রা-জ্যর -কউ নন ।' দুই , আর একদল আ-ছন যাঁরা ,'ধু-লা -থ-ক গা বাঁচি-য় স-র এ-স নির্জন ,নিরাপদ ,-কালাহলহীন গৃহশয্যা আশ্রয় ক-র-ছন ।'-সইখা-ন ব-সই তাঁ-দর নিরাপদ-নিরুপদ্রব শিল্পী জীবন নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল । স্বভাবতই ,তাঁরা শিল্পের রাজ্য -থ-ক বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত হ-লন ,শি-ল্পর প্রাণ-ভামরার তাঁরা সন্ধান -প-লন না । শিল্পী-সাহিত্যিক হিসা-ব তাঁরা ব্যর্থ । তিন , আর একদল আ-ছন যাঁরা এই ধুলি-ধুসরিত মর্ত্যলোকের সঙ্গে জ্যোতিষ্কলোকের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেন নিজেদের সৃজনকর্মে । 'আকাশ আর মৃত্তিকার যুগল সম্মিলনে তাঁরা -য অতি-মহার্ঘ্য অতি-বিচিত্র অঙ্গদখানি রচনা করেন মানব-বিধাতা তা উত্তরীয়ের মত অঙ্গে ধারণ করে বোধ হয় কৃতার্থ হন এই

-ভ-ব -য ,যা দি-য় তিনি তা-দর মর্ত্য-লা-ক পাঠি-য়ছি-লন তারই খানিকটা তারা ফিরি-য় দি-ল ।'৬ সার্থক শিল্পী-সাহিত্যিকদের তিনি এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ দলভুক্ত করেছেন ।অন্তর্গূঢ় কারণ হিসা-ব ব-ল-ছন -য , 'কবির -সৌন্দর্য--চতনা ও আনন্দর-সাপলব্ধি যুগি-য়-ছ এই মাটির পৃথিবীই ,অন্য কিছু নয় ,অ-লৌকিক কিছু নয় ,মাটির পৃথিবীর বাই-রর কিছু নয় । এ সৃষ্টির এক প্রা-ন্ত মাটির পৃথিবী ,অন্য প্রা-ন্ত তাঁর -সৌন্দর্য-চতনা । দুয়ের সম্মিলনে এর সৃষ্টি ।'৭ প্রসঙ্গক্রমে তিনি সোনা থেকে অলঙ্কার তৈরির উপমা প্রয়োগ করে বুঝিয়েছেন যে ,অলঙ্কার তৈরির প্রয়োজনে যেমন 'সোনা ছাড়াও তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু সামান্য পরিমা-ন -মশা-ত হয়'-তমনি শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রনে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন । যথার্থ কল্পনা প্রতিভার গুণেই শিল্পী-সাহিত্যি-করা 'অপৃথগযত্ননিবর্ত' শক্তির আধিকারী হয়ে উ-ঠন ।

তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনা অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও মাটির কাছাকাছি ।তাঁর সাহিত্যকর্মে সমগ্র উত্তর রাঢ়ের তথা বীরভূম অঞ্চলের গ্রামজীবনের ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার ও জীবনযাত্রার ছবি উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়েছে । এ জন্য তাঁকে সমালোচকেরা 'আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক' অভিধায় ভূষিত ক-রন । কিন্তু একটি বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র তাঁর সাহিত্যচর্চার মূল বিষয় হলেও , তা ছাড়িয়ে তিনি মানবজীবনের অন্তস্থিত দুজ্ঞেয় অপার রহস্যের উন্মোচন করতে চেয়েছেন । নিছক কল্পলোকের বাসিন্দা না হয়ে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির জোরেই সমাজের বিচিত্র ধরণের চরিত্রগুলিকে নিজ সাহিত্যকর্মে অঙ্কিত করেছেন । তাঁর সাহিত্য-সাধনার এই মূলসু-রর পরিচয় দি-ত গি-য় সমা-লাচক ব-ল-ছন -য ,'অতি আধুনিক কা-লর নাগরিক জীব-নর নব নব জটিলতা ,উৎকট রিপুবশিতা ,ভদ্র-বশী বর্বরতা ,তীব্র অর্থনৈতিক -শ্রণী- সংগ্রাম ইত্যাদি এড়াইয়া চলিয়া-ছন ।***নবাগত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার হঠাৎ আলোর ঝলকানি যাহাদের চক্ষু ধাঁধাঁইয়া দেয় নাই ,আধুনিকতার মোহ যাহাদের চরিত্রের ঋজুতা ও স্বাভাবিকতা বিকৃত করে নাই ,দোষে গুণে জড়িত সেই অকৃত্রিম নরনারীদের জীবনধারা ,তাহাদের নানা সমস্যা ,সর্বগ্রাসী নগর সভ্যতার সহিত তাহা-দর সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ জীব-নর সংঘাত -ইহারই সুচারু চিত্রণ ও তাৎপর্য সন্ধানই তাঁহার স্ব-ক্ষেত্র ।** যাহা সাধারণ ও বাস্তবিক তিনি তাহারই চিত্রকর ; যাহা অনন্যসাধারণ , অতিবাস্তব বা গুহাহিত তাহা তারাশঙ্করের স্ব-ক্ষেত্র নহে ।'৮

সাহিত্য-ক তিনি নিছক আনন্দ-রস সৃষ্টিরই উপকরণ হিসা-ব বি-বচনা ক-রন নি । শিল্পী-সাহিত্যি-করা তাঁ-দর সমকালীন জীবনধারা-ক অনবদ্য ভাষায় নি-জ-দর সৃষ্টির ম-ধ্য প্রকাশ ক-র থা-কন ,-সই জীবন-স্রা-তর অনুসন্ধান যখন ঐতিহাসিক-দরও কাঙ্খিত বিষয় হ-য় উ-ঠ তখন 'মানব-জীব-ন সর্বকা-লর সার্ব-ভৌম সনাতন মানব-জীবনের মূল বৃত্তিকে ,সংস্কারকে এবং মৌল আবেগকে ধরে রাখতে' সাহিত্য বি-শষ ভূমিকা পালন ক-র । ১৯৬৭ সা-ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যাল-য়র ইতিহাস বিভা-গর সুবর্ণজয়ন্তী উপল-ক্ষ প্রকাশিত স্মরণিকায় 'ইতিহাস ও সাহিত্য' নামক প্রব-ন্ধ ঐতিহাসিক-দর 'এ কা-জ সাহিত্যও কম সহায়ক হয় না ,স্বল্প সাহায্য -দয় না' এ অভিমত প্রকাশ ক-র-ছন । সাহিত্য ও ইতিহাস -য উভ-য়ই উভ-য়র পরিপুরক এ প্রব-ন্ধ এ কথায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন । সাহিত্যকে রসযুক্ত করতে -যমন ইতিহা-সর উপাদা-নর আশ্রয় নি-ত হয় -তমনি ইতিহা-সর ঘটনাবলী-ক বিশ্বাস-যাগ্য ও তথ্যনিষ্ঠ ক-র তুল-ত সাহি-ত্যর সাহায্য প্র-য়াজন হ-য় প-ড়। কারন ,'চারিপা-শর চলমান -য জীবন-স্রাত তা-তই অবগাহন ক-র -লখক তা-কই আপনার রচনার উপজীব্য বিষয় ক-রন' তাঁ-দর সাহিত্যক-র্ম । সাহিত্য -য ,সমকালীন সমাজজীব-নর জীবন্ত দলিল -এই আপ্ত বাক্য-ক স্বীকার ক-র নি-য় তিনি ব-ল-ছন ,'***একটি কা-লর জীবনধারার সঠিকতম স্বরূপটি -স কা-লর সাহিত্যসৃষ্টি -থ-ক যতটা আভাসিত হয় ততটা -বাধ হয় আর কিছু-ত প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয় ।' ফ-ল,'-কান বি-শষ কা-লর রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীর বিবরণ বা কোন বিশিষ্ট বা অবিশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তির রোজনামচা বা তৎকালীন সংবাদপত্র ইতিহাস--দ-হর মূল কাঠা-মা বা তার অস্থিমজ্জাকে ইতিহাসকারের সামনে তার স্পষ্ট- রূ-প দাঁড় করি-য় দি-ত পা-র ; কিন্তু -সই অস্থিমজ্জাকে যদি প্রাণবান বিগ্রহমূর্তিতে মেদ-মাংস-মজ্জা ও প্রাণযুক্ত ক-র স্থাপন কর-ত হয় তা হ-ল -স কা-লর সাহি-ত্যর কা-ছ -য-তই হ-ব ।'৯ অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য ভাবনায় -কা-না -দ-শর ইতিহাস নির্মা-ন -সই -দ-শর সাহিত্যসম্পদ-ক বি-শষ মর্যাদা -দওয়া হ-য়-ছ ।'-লখার কথা'য় -য জন্য সাহিত্য-ক তিনি 'নবজীব-নর কথা' ব-ল-ছন ।

আসলে ,ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতায় তাঁকে সাহিত্য রচনায় উদ্দীপিত করেছিল । বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জীবন ,ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী প্রথা তার শাসন ও শোষণ দেখেছেন ,এই রাঙামাটির সন্তানরূপে তিনি মা-মাটি-মানুষকে ভালোবেসেছেন এবং সর্বোপরি এই গ্রামাঞ্চলেরই বাউল-বৈষ্ণব-শাক্ত-ফকির-দর-বশ-ডাকাত-লাঠিয়াল--ব-দ-সাপু-ড়-পটুয়া-কবিরাজ-কবিয়াল-ডাকহরকরা প্রভৃতি কতশত মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছিলেন আর তাদের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম অতি কাছ থেকে দেখেছিলেন । অন্যদিকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত থেকে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলেমেশা ,তাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চাহিদা ,সংকীর্ণ দলাদলি এবং দু'বছ-রর কারা -জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল । ১৯৬৯ খ্রীঃ ডি-সম্বর মা-স 'সাহিত্য অকা-দমী'র সভাপতি ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চ-ট্টাপাধ্যা-য়র সভাপতিত্বে কলকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'তে তারাশঙ্করকে 'সাহিত্য অকাদেমী'র ফেলোশিপ প্রদান উপল-ক্ষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠা-ন তিনি 'সাহিত্য অকা-দমী'-ক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ,'বাংলার পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানু-ষর ম-ধ্য -য প্রাণ- লীলা প্রত্যক্ষ ক-রছি ,সাহি-ত্য তা-কই রূপদা-নর -চষ্টা ক-রছি । আমার এই সাহিত্য যদি সাহিত্য-সরস্বতীর আশীর্বাদ লাভ ক-র ত-বই আমি সার্থক ।' ১০

এইখানেই তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনার মৌলিকত্ব । সাহিত্যসেবার জন্য বীরভু-মর লাভপু-রর গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে বসবাস করলেও তিনি সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন সেই রাঢ় অঞ্চলের গ্রামবাংলার প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানুষজনের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনযাত্রার সঙ্গে সংপৃক্ত থেকেই । শহুরে মানুষজনের জীবনযাত্রা- র ছাপ তাঁর সাহি-ত্যর বিষয় হ-য় উ-ঠ নি । -দশ--সবার কা-জ আত্মনি-য়াগ ক-র তিনি উপলব্ধি কর-ত -প-রছি-লন ভারতব-র্ষর প্রকৃত স্বরূপ । 'আমার সাহিত্য জীবন' নামক আত্মজীবনীমূলক রচনায় -সই কথায় নিঃসং-কা-চ কবুল ক-র-ছন তিনি । ব-ল-ছন ,'***মানু-ষর বি-শষ ক-র এই -দ-শর মানু-ষর যা-দর আমি জান-ত চিন-ত -চষ্টা ক-রছি -আমি নি-জই যা-দর একজন ,তা-দর আত্মার তৃষ্ণা -থ-ক ,রুচি -থ-ক বুঝ-ত -প-রছি সামাজিক সাম্যই সব নয় -এর পরও আ-ছ পরম কাম্য ,সেই কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না । অন্তরের পবিত্রতা ,পরিচ্ছন্নতা ,পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আ-ছ -সই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি । ঈর্ষা বি-দ্বষ -থ-ক অহিংসা উপনীত হওয়ার ম-ধ্যই আ-ছ পূর্ণ মানবত্ব ।' ১১ এই 'পূর্ণ মানবত্ব'-র সন্ধানই তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার মূল বীজমন্ত্র ছিল ।

দেশসেবার অঙ্গ হিসাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিয়ে ব্রিটিশ কারাগারে দু'বছরের বন্দীজীবন কাটিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন ,পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ কর-ত উদ্বুদ্ধ ক-রছিল । তিনি ম-র্ম ম-র্ম উপলব্ধি কর-ত প-রছি-লন -য প্রত্যক্ষ রাজনীতির পথ তাঁর জন্য নয় ,এ প-থ -দশ-সবা করা যা-ব না । -স জন্য প্রত্যক্ষ রাজনীতি -ছ-ড় খুঁ-জ নি-লন সাহিত্য সাধনার পথ । এ পথেই 'পূর্ণ মানবত্ব'র 'ক্রম মুক্তি' হবে জেনে দেশের স্বাধীনতার জন্য ,দেশসেবার জন্য সাহিত্যকেই মাধ্যম হিসা-ব গ্রহন কর-বন এবং '-সই স্বাধীনতা যু-দ্ধর রূপ ও মহিমা'-ক সাহি-ত্যর মাধ্য-মই যথার্থ ভা-ব প্রকাশ কর-বন 'আমার কথা' নামক স্মৃতিচারণায় -স কথা উ-ল্লখ ক-র-ছন । এই স্মৃতিচারণা-তই তিনি নি-জর সাহিত্য ভাবনার সুলুক-সন্ধান দি-য়-ছন । বাংলা সাহি-ত্যর গতি-প্রকৃতি বি-শ্লষণ ক-র দেখিয়েছেন যে ,বঙ্কিম- চন্দ্র থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার প্রেরণা ও শক্তির একটা বড় উৎস ছিল -দশ পরাধীন তার জ্বালা ও -বদনা এবং -দ-শর মানু-ষর তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা । দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই একই পথের পুনরাবৃত্তি না করে তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী রূপে'নতুন একটি পথ'। যে পথ মানুষের বন্ধন মুক্তির সন্ধান দেবে । তারাশঙ্কর 'আমার কথা'য় সে পথের সন্ধান করতে গিয়ে ঠিক এই কথায় বলেছেন যে ,'মুক্তি শব্দটি যখনই উচ্চারণ করি তখনই তার পিছ-ন -কান বন্ধ-নর উপলব্ধি বা অস্তিত্ব অনিবার্যরূ-প এ-স প-ড় ।***-কা-না বন্ধ-নর অস্তিত্ব না থাকলে মুক্তির স্বাদও নেই ,রূপও নেই , অর্থও নেই ।তাই যখন প্রশ্ন ওঠে তখন বন্ধনের স্বরূপটি এবং তার -বদনাটিই হয় জীবন সংগ্রা-মর মূলধন। যখন সংগ্রা-ম জয়লাভ করি***-দখি সংগ্রা-মর সব মূলধন ফুরি-য় -গ-ছ । তখন আবার খুঁজ-ত হয় নতুন বন্ধন ।' ১২ অবশ্য এক আধুনিক সমা-লাচক তাঁর এই 'বন্ধনহীন মুক্তি' পথের স্বাধীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন । পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করে সমালোচক বলেছেন ,'মুক্তি বলতে তিনি যে কি বোঝাচ্ছেন তা স্পষ্ট হয়নি । এ মুক্তি কার জন্য চাচ্ছেন - ব্যক্তির না সমাজের ? অর্থনৈতিক না আধ্যাত্মিক ? 'মুক্তি' যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক হয় তবে সে মুক্তির পথ আছে একটি নতুন সমাজ গঠনে । তারাশঙ্কর স্পষ্টতই তেমন সমাজ চাচ্ছেন না । প্রচলিত

সমাজ ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মুক্তি সন্ধানেই তাঁর অভীষ্ট । অথচ এই আধ্যাত্মিক মুক্তি শেষ পর্যন্ত একটা অন্ধ গলি । 'সন্দীপন পাঠশালা'র পন্ডিত সেই গলিতেই গিয়ে পৌঁচেছে । তারাশঙ্কর অবশ্য ঐ গলি-ক গলি ব-ল চিহ্নিত ক-রন নি বরং ঔজস্বিতার আচ্ছাদ-ন তা-ক মহিমান্বিত ক-র উপস্থিত করেছেন এবং মুক্তির একমাত্র পথ বলে চিত্রিত করেছেন ।' ১৩ এই সনাতন 'জীবন মুক্তির সাধনা' বলতে তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন এক ধ্রুব আদর্শের পথ । তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অন্তরের গভীর আস্তিক্যবোধের গুণেই । কেবল রাজনৈতিক মুক্তি বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় , তাঁর লক্ষ ছিল সমস্ত রকম ভয়-সং-কাচ-দীনতা পরিহার করে 'জীবন মুক্তি'র সাধনা । সে জন্য সমকালীন ক-ল্লাল যু-গর -নতিবাদী সংশয়াচ্ছন্ন অস্থিরতা-ক অস্বীকার ক-র ,নাগরিক জীব-নর বদ-ল গ্রামীণ জীব-নর কথা-কই বাংলা কথাসাহি-ত্যর বিষয়-আশয় ক-র তুল-লন । বি-দশী সাহি-ত্যর অনুকরণ না ক-র ,বাঙালী পাঠ-কর দরবা-র গ্রামবাংলার বিশ্বাস-অবিশ্বা-সর কথা-ক হৃদয়গ্রাহী ক-র পরি-বশন কর-লন । ফ-ল সমকা-ল -থ-কও এক নতুন সাহিত্য ধারার প্রবর্তন কর-লন তিনি । -সই ধারায় -নই -কা-নারক-মর মনঃসমীক্ষ-ণর মারপ্যাঁচ-জটিলতা ,বদলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রবৃত্তিতাড়িত কার্যকারণ সূত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে । গ্রাম জীবনের দেখা নির্মম বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই তিনি 'কাঁথার কারুকা-জর ম-তা সনাতন অথচ নবরূপা এক সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি কর-লন' -এটাই তারাশঙ্করের অভিনবত্ব ,স্বকীয়তা ।

পূর্বসুরী শরৎচন্দ্রের পরবর্তী কালের বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এই স্বকীয়তার জন্য অনন্য হ-য় আ-ছন । শরৎ সাহি-ত্যও গ্রাম বাংলার ছবি ,গ্রাম্য দলাদলি-ঈর্ষা-হিংসার কথা আ-ছ ,ত-ব এক সুক্ষ্ম নীতি-বা-ধর দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত । হিন্দু সমা-জর বৈধব্য-সংস্কার , হিন্দু সমাজ অননু-মাদিত -প্রম-ক শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি ; তারাশঙ্করের সাহিত্যে তার প্রতিফলন কখনই পড়ে নি । সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি গ্রামীণ সমাজের বিচিত্র মানুষজনের ,সামাজিক রীতি-নীতি-সংস্কার-বিশ্বাসপূর্ণ শান্ত জনজীব-নর মর্মমূ-লর লুক-না সংবাদ সাহি-ত্যর মধ্য দি-য় পরি-বশন ক-র-ছন । ১৯৪২খ্রীঃ বীরভূম সাহিত্য স-ম্মল-নর অভিভাষ-ণ নি-জর সাহিত্যচর্চার অভিমুখ উপস্থিত -শ্রাতৃমন্ডলীর কা-ছ সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন ,'আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি ,তা সুস্পষ্টভা-ব -সকা-লর সাহিত্যের বক্তব্য থেকে পৃথক । তাঁরা দৃষ্টির যে কোণ থেকে এদেশের মানুষের অন্তরের অসন্তোষ -দ-খছি-লন এবং কারণ নির্ণয় ক-রছি-লন ,যার বিরু-দ্ধ যুদ্ধ -ঘাষণা ক-রছি-লন ,-স দৃষ্টি-কাণ -থ-ক আমার দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র ছিল ।** আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোণ নি-য় ,অন্ত-রর স্বতন্ত্র উপলব্ধি নি-য় ।' ১৪ তাঁর এই 'অন্ত-রর স্বতন্ত্র উপলব্ধি নি-য়' গঠিত 'আলাদা দৃষ্টি-কাণ'-রই ফলশ্রুতি 'গনদেবতা','পঞ্চগ্রাম','মন্বন্তর', 'চৈতালী ঘূর্ণি','ধাত্রীদেবতা','হাঁসুলিবাঁকের উপকথা','কবি','রাধা','কীর্তিহা-টর কড়চা' প্রভৃতি অমর সাহিত্য- কীর্তি গুলি । আসলে ,তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনার ধাত্রীভূমিই হল বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি-পরি-বশ ও -চনা-জানা--দখা--শানা মানুষজন । এই অঞ্চলের কাহার-বাগদি--ডাম-বাউরি-বাউল-ফকির-কবিয়াল প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলির অন্তর থেকে মানব শক্তির সম্মিলিত প্রেরণারূপ দেবতাকে জাগ্রত হতে অত্যন্ত কাছ -থ-ক -দ-খ-ছন । এক-আধজন নয় ,কোনো বিচ্ছিন্নতা নয় ,জনগনের সম্মিলিত শক্তি- গনশক্তি । তাই তারা 'গন-দবতা'- জনগ-নশ । শরৎচ-ন্দ্রর সাহি-ত্য এ ভা-ব সমা-জর এইসব তথাকথিত অন্ত্যজ -শ্রণির মানুষজন-দর সংগঠিত রূ-পর প্রকাশ আমরা -দখ-ত পাই না । তাই সমা-জর এই সব নিচু- তলার অবহেলিত ,বঞ্চিত 'মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা'-কে পাথেয় করে তিনি শরৎচন্দ্র উত্তর বাংলা কথাসাহিত্য-ক এক নতুন ধারায় প্রবাহিত ক-রছি-লন ।

তারাশঙ্কর মানবতাবাদী লেখক । নানা উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষজনের সঙ্গে অবাধ ভাবে -মলা-মশার ফ-ল ,-য জীবন-ক তিনি কাছ -থ-ক -দ-খ-ছন ,-সই জীব-নর সমগ্রতা-ক তিনি সাহি-ত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য ,কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে । জনগনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে থেকে ,রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নি-য় গ্রা-মর উন্নতির মধ্য দি-য় -দ-শর উন্নতির কথা -যমন -ভ-বছি-লন ;সাহি-ত্য তারই প্রকাশ ঘটা-ত তিনি -চ-য়ছি-লন । ফলস্বরূপ ,আমরা -দখ-ত পাই 'হাঁসুলীবাঁ-কর উপকথা'য় হাঁসুলীবাঁ-কর করালীরা আপন শিক্ষার -জা-রই পরাজিত ক-র ব্যবসায়ীবুদ্ধির অধিকারী বা-নায়ারী-দর । একার-ণই তিনি গাঁ-য়র বাস্তু- ভিটাকে চিহ্নিত করলেন 'ধাত্রীদেবতা' নামে । আর এই গ্রামেরই অবহেলিত ,দারিদ্রপীড়িত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষগুলো ভূষিত হলো 'গণদেবতা'য় । সাহিত্যে তিনি এই সব মানু-ষর কথা-ক সারা

জীবনের সাধনাতেই রূপান্তর করেছিলেন । ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৪শে ফাল্গুন এক চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সে কথায় বলেছেন । তাঁর 'রাইকমল' পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার উত্তরে জানিয়েছেন 'গল্প সাহিত্য সম্ব-দ্ধ কিছু জানবার বাসনা করি । আজকাল বাংলা-সাহি-ত্য গ-ল্পর ফুলব-ন নানা ফুল ফুট-ছ । কিন্তু অধিকাংশেরই দেখি গল্পের মধ্যে কাঠামোর চেয়ে বর্ণবৈচিত্রের ওপরেই ঝোঁক বেশি । গল্পের মধ্যে কি আখ্যানভাগ থাক-ব না ? মানুষ থাক-ব না ; *** আমার কলম এবং মন স্থূল ব-লই নাকি ,আমি আখ্যানবৈচিত্র এবং মানুষের রূপের পক্ষপাতী ।'১৫ মানুষের অন্তস্থিত যে অনন্ত সম্ভবনাময় 'মানু-ষর রূপ' আ-ছ ,'কবি' উপন্যা-স নিতাই কবিয়া-লর -'জীবন এত ছোট কেনে' এই আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়েই তা তিনি প্রকাশ ক-র-ছন । '-য বই লিখ-ত চাই' প্রব-ন্ধও এ আ-ক্ষপ তাঁর ঝ-র প-ড়-ছ ।১৬

মানুষের রহস্যময় জীবনের রূপান্তরের আখ্যানভাগ রচনায় তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনার মূলসুর । তিনি বিশ্বাস কর-তন মহান মানবজীব-নর মহত্ব উপলব্ধিই হ-লা একজন -শ্রষ্ঠ সাহিত্যি-কর কাজ । পাশাপাশি এ কথাও তিনি বিশ্বাস কর-তন -য ,জীব-নর সব রহস্য-কই সব সময় শি-ল্পর পরিকাঠা-মায় কখনই বাঁধা যায় না -বি-দশী ঔপনি-বশিক সাহি-ত্য -তা নয়ই । মা-মাটি-মানুষ নির্ভর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লেখকের দ্বারায় এক মাত্র জীব-নর রহস্য উ-ন্মাচন সম্ভব । -য জীবন শালি-খর,-দা-য়-লর -সই গাছ-লতা-পাখি-ফুল সহ প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবনকেই তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন । শিল্প নয় ,জীবনকেই তিনি বড় ক-র -দ-খ-ছন যার ফ-ল ,তারিনী মাঝি-বসন-নিতাই কবিয়াল--খাঁড়া -শখ-পশুপতি-শৈল-বাজিকরী--ব-দনী প্রমুখ চরিত্রগুলি দারিদ্রপীড়িত হ-য়ও জীবন্ত হ-য় উ-ঠ-ছ । 'শি-ল্পর জন্য শিল্প'-এ ভাবনায় জারিত না হ-য় মানু-ষর জন্যই শিল্প-সাহিত্য-ক তিনি উৎসর্গ ক-রছি-লন । বি-শষ ক-র ,জীবন-সন্ধানী সাহিত্যিক তারাশঙ্করের 'সন্ধ্যামনি', 'প্রত্যাবর্তন','নারী ও নাগিনী','সুরতহাল রিপোর্ট','তাসের ঘর','ঘাসের ফুল','যাদুকরী','বেদেনী','তমসা', 'নারী','টুনুর কথা','মেলা','কালো বউ' প্রভৃতি গল্পে বিচিত্ররূপিণি নারী-দর -য পরিচয় পাওয়া যায় ,জীবনী- শক্তির গুণেই এই নারীরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে । নারী স্বভাবতই বিচিত্ররূপিণী । সেই বিচিত্ররূপিণী রমণী- হৃদ-য়র সুখ-দুঃখ ,আশা-আকাঙ্ক্ষা ,-প্রম-ভালবাসা ,এমন কি যা রমণীয় আর যা পঙ্কিল তা সবই তাঁর এই গল্প গুলিতে উন্মোচিত হয়েছে । 'সাজানো গোছানো কনে অসুন্দর নয় -কিন্তু তার -স স্বভাবরূপ নয়'এ মর্ম কথা জান-তন ব-লই তিনি 'good art'-র বদ-ল 'great art' তৈরির জন্য নিজ সৃষ্টিক-র্মর 'স্বভাবরূপ'-র পরিমার্জন ক-রন নি । সাহিত্য-ক প্রচারধর্মী না ক-র ,সাহি-ত্য জীবন-ক -দশকা-লর পটভূমি-ত নব নব রূ-প প্রকাশিত করায় সাহি-ত্যর ধর্ম হওয়া উচিত ;জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গন্ডিকেও প্রসারিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন -এ কথা তিনি বিশ্বাস কর-তন ।

অন্য দি-ক সাহি-ত্যর অন্যতম শাখা নাটক সম্প-র্কও তিনি সুচিন্তিত মতামত দি-য়-ছন । এ বিষ-য় তাঁর 'আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্য'-র বক্তব্য গুলি স্মরণীয় । নাটকে মঞ্চ সজ্জার আধিক্য,মাত্রাতিরিক্ত আলোক সম্পাত ,দৃশ্যপটের বিচিত্র বিন্যাস রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়- এ কথা রবীন্দ্রনা-থর ম-তা তিনিও বিশ্বাস কর-তন । 'নাট-কর ম-ধ্য অতি প্রক-টর বাহুল্য তার ম-নাময় প্রকাশ-ক ব্যাহত ক-র'। যার ফ-ল ,নাট-ক অবান্ত-রর -কান স্থান -নই । তাঁর ম-ত ,-য সকল ঘটনাপ্রবাহ নাট্য-ঘটনা-ক পরিণতির দি-ক -পৌঁ-চা-ত সাহায্য ক-র না তা নাট-ক বাহুল্য,অবান্তর ব-ল ম-ন হয় ।এমন অ-নক নাট্যকার আ-ছন যাঁরা নাট্যঘটনাকে লঘুভাবে চিত্রিত করে ,অথচ চরিত্রের মনোজগতের বিচিত্রসব চিন্তা-ভাবনা-কই সব-চ-য় মুখ্য ক-র তু-লন তাঁ-দর রচিত 'নাট-কর ম-ধ্য অতি প্রক-টর বাহুল্য তার ম-নাময় প্রকাশ-ক ব্যাহত ক-র'। তিনি মন্তব্য করেছেন 'নাটকীয়তাবর্জিত নাটক এঁদের সাধনা'। নাটক সম্পর্কে তারাশঙ্করের বক্তব্য হলো 'তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র রূপায়িত হয়ে উঠল তা হবে নাটক সৃষ্টি ।' -সজন্য তিনি মন্তব্য ক-র-ছন ,'আমা-দর নি-জ-দর জীবন আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা-ঐতিহ্য-ক নি-য় আমা-দর নাটক গড়ে উঠুক ।'১৭ এই মানব জীবন ভাবনায় হলো তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য ভাবনার সারাৎসার ।

তথ্যসূত্র ঃ

১ । 'বাংলা সাহি-ত্যর ইতিহাস'(আধুনিক পর্যায়)-ডঃ সু-বাধ -চৌধুরী , ভারত বুক এ-জন্সি ,কল-০৬ ,১৯৮২ ,পৃঃ ৩১৪ ।

২ । 'দুই বিশ্বযু-দ্ধর মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'--গাপিকানাথ রায়-চৌধুরী , -দ'জ পাবলিশিং ,কল-৭৩ ,১৯৮৬ ,পৃঃ ৩৪২ ।

৩ । প্রাগুক্ত । পৃঃ ৩৪০-৩৪১ ।
৪ । তারাশঙ্কর-রচনাবলী (দ্বাবিংশ খন্ড)- মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কল-৭৩ ,১৪১১ সংস্করণ ,পৃঃ ২৭৬ ।
৫ । প্রাগুক্ত । পৃঃ ২৭৬ ।
৬ । প্রাগুক্ত । পৃঃ ২৭৭ ।
৭ । প্রাগুক্ত । পৃঃ ২৭৮ ।
৮ । 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা'-অমূল্যধন মু-খাপাধ্যায় ,-দ'জ পাবলিশিং ,কল-৭৩ ,১৯৯৭ ;'ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য ,পৃঃ ১৫৯-১৬০ ।
৯ । তারাশঙ্কর-রচনাবলী (একবিংশ খন্ড)- মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কল-৭৩ ,১৪১২ সংস্করণ ,পৃঃ ৩১১ ।
১০। তারাশঙ্কর-রচনাবলী (দশম খন্ড)- মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কল-৭৩ ,১৪১৩ সংস্করণ ,পৃঃ ৪৫৮ -থ-ক গৃহীত ।
১১। 'আমার সাহিত্য জীবন'(প্রথম পর্ব) , ১৩৬০ বঙ্গাব্দ ,পৃঃ ৯১ ।
১২। 'আমার কথা', 'শনিবা-রর চিঠি'- সম্পাঃ সজনীকান্ত দাস ,১৩৭১ আষাঢ় সংখ্যা ,পৃঃ ২১৪ ।
১৩। 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি'- নাজমা -জসমিন -চৌধুরী , চিরায়তন প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কল-৭৩ ,১৯৮৩ ,পৃঃ ১৫৫ ।
১৪। 'কা-লর প্রতিমা'- অরুণকুমার মু-খাপাধ্যায় , -দ'জ পাবলিশিং ,কল-৭৩ ,১৯৯৯ ,পৃঃ ২৩ -থ-ক উদ্ধৃতাংশটি গৃহীত ।
১৫। 'তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ'- ড. আদিত্য মু-খাপাধ্যায় ,পান্ডুলিপি,কল-০৯ ,২০০৯ ,পৃঃ ৩৩ ।
১৬। তারাশঙ্কর-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)- মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কল-৭৩ ,১৪১১ সংস্করণ ,পৃঃ ৩২৬-২৮ ।দ্রষ্টব্য ।
১৭। দ্রষ্টব্য -'তারাশঙ্কর ঃ দেশ কাল সাহিত্য',(সম্পাঃ) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার , পুস্তক বিপণি,কল-০৯ ,১৯৯৮ গ্র-স্থর ভবানীগোপাল সান্যালের 'তারাশঙ্করের সাহিত্য-চিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধ ; পৃঃ ১৭০-১৮১ ।